ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৯২৬

আগরতলা,১৬ আগস্ট,২০২৪

এডপশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য **WHO-FCTC** আর্টিকেল ৫.৩ পলিসি গাইডলাইনস ইন ত্রিপুরা শীর্ষক রাজ্যভিত্তিক কর্মশালা

তামাক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে আজ ‘‘এডপশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য WHO-FCTC আর্টিকেল ৫.৩ পলিসি গাইডলাইনস ইন ত্রিপুরা’’ শীর্ষক রাজ্যভিত্তিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার কনফারেন্স হলে আজ প্রদীপ জ্বালিয়ে এই ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্য অতিথি ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এর চেয়ারপার্সন শ্রীমতি জয়ন্তী দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত অতিথি ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, আইএএস, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর (ডাঃ) যোগেশ প্রতাপ সিং, ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা-এর সভাপতি ডাঃ শ্রীলেখা রায়, স্টপ, ইন্ডিয়া অ্যান্ড গ্লোবাল মনিটরিং, ভাইটাল স্ট্রেটিজিস, সাউথ ইস্ট এশিয়া এর টেকনিক্যাল এডভাইসর ডাঃ শিবম কাপুর, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা-এর ইনচার্জ রেজিস্ট্রার প্রফেসর (ডাঃ) নচিকেতা মিত্তাল।

ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর (ডাঃ) যোগেশ প্রতাপ সিং বলেন সারা পৃথিবীতে তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করার ফলে মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে। ৬ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর তামাক জাতীয় দ্রব্যের নেশার কারণে মৃত্যুবরণ করছেন। প্রতি ছয় সেকেন্ডে তামাক জাতীয় দ্রব্যের নেশার কারণে মৃত্যু হচ্ছে একজনের। তামাকজাতীয় দ্রব্যের নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৮০% উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাস করেন। আমাদের দেশে যুবক-যুবতীরা যারা মোট জনসংখ্যার ২৯শতাংশ, তামাকের নেশায় আসক্ত।

২-এর পাতায়

আমাদের রাজ্যে তামাক জাতীয় দ্রব্য নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবহারের মাত্রা বেশি হওয়ায় এক্ষেত্রে এই পলিসি গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে তার বক্তব্যে বলেন, রাজ্য সরকার তামাকজাতীয় নেশায় আসক্ত হয়ে মৃত্যুর হার ও নেশাসক্ত হওয়ার হার হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর। এই WHO-FCTC আর্টিকেল ৫.৩ পলিসি গাইডলাইনস চালু করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, দেখা গেছে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণকারীদের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে কমছে।সেক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে এই ধরনের নেশায় আসক্ত হওয়া ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেটা কাটিয়ে তোলার জন্য পলিসি তৈরি করা যেমন আবশ্যক, তেমনি সচেতনতার উপর এবং সিভিল সোসাইটির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন তামাকসেবী ও অ্যালকোহল গ্রহণকারীদের মধ্যে ১৮ থেকে ২৬ বছর বয়সে ৯০ শতাংশ নেশাসক্ত হন। তারা অনেকেই সেটা ছাড়তে চান, কিন্তু দেখা গেছে ৭৬ শতাংশ ক্ষেত্রে নেশা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছে থাকলেও সেটা কাটিয়ে উঠতে পারেন না। সেক্ষেত্রে নেশাসক্ত না হবার ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আহ্বান জানান তিনি। ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা-এর সভাপতি ডাঃ শ্রীলেখা রায় সামাজিক অনুষ্ঠানে জর্দাসহ তামাক জাতীয় পদার্থ বর্জনের আহ্বান জানান।

টেকনিক্যাল সেশনে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা-এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর (ডাঃ) যোগেশ প্রতাপ সিং, স্টপ, ইন্ডিয়া অ্যান্ড গ্লোবাল মনিটরিং, ভাইটাল স্ট্রেটিজিস, সাউথ ইস্ট এশিয়া এর টেকনিক্যাল এডভাইসর ডাঃ শিবম কাপুর, ভলেন্টিয়ারি হেলথ এসোসিয়েশন অব ত্রিপুরা-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার (টোবোকো কন্ট্রোল)সুজিত ঘোষ, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর ন্যাশনাল টোবাকো কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনটিসিপি) এর স্টেট প্রজেক্ট অফিসার ডাঃ সঞ্জয় রুদ্রপাল, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর এসটিসিপসি স্টেট কনসাল্টটেন্ট ডাঃ মৌটুসী দেব, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-এর এসটিসিপসি লিগেল কনসাল্টটেন্ট এডভোকেট অভিমন্যু দত্ত। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

*****